প্রথম আলো

তারিখঃ ০৬-০১-২০২৩ (পৃঃ ০৭)

বেড়েছে চালের উৎপাদন

সুখবর

চালের উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে। সাফল্য ধরে রাখাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন কৃষিবিশেষজ্ঞরা।

- এবার বিভাগে ৩৪ লাখ ৩ হাজার ৯৭৩ টন চাল উৎপাদিত হবে।
- কৃষকদের পরিশ্রম, প্রযুক্তিকে গ্রহণ ও জমির বহুমুখী ব্যবহারের কারণে এই অর্জন।

এম জসীম উদ্দীন, *বরিশাল*

বরিশাল বিভাগে তিন অর্থবছর ধরে চালের উৎপাদন বাড়ছে। চলতি মৌসুমে গতবারের চেয়ে ২ লাখ ৩৯ হাজার টন বেশি চাল উৎপাদনের আশা করছে কৃষি বিভাগ। আর তিন মৌসুম মিলিয়ে বিভাগে চালের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ছয় লাখ টন। ফলে এ অঞ্চলের 'শস্যভান্ডারের' পুরোনো খ্যাতি ফিরছে।

খরা, লবণাক্ততা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস ও জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করে উৎপাদনের এই অগ্রগতিতে খুশি কৃষক ও কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা। এই বর্ধিত খাদ্য উৎপাদনের ধারাবাহিকতা ধরে রাখাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন কৃষিবিশেষজ্ঞরা।

এককালে বরিশালকে বলা হতো বাংলার শস্যভান্ডার। বিপুল পরিমাণ কৃষিজমি ও আমন ধানের জন্য এই খ্যাতি ছিল। কিন্তু আমন তোলার পর বছরের সাত মাস এসব জমি পতিত থাকত। এর ওপর ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাসে এ অঞ্চলের কৃষকেরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। তবে বিপর্যয়ে ঘুরে দাঁড়াতে কৃষকেরা নতুন নতুন কৌশল প্রয়োগে উদ্যোগী হন। শুধু আমন নয়, জমির বহুমুখী ব্যবহার শুরু করেন তাঁরা। এর প্রথম ধাপ শুরু হয় আউশ আবাদের ব্যাপক বিস্তৃতির মধ্য দিয়ে। এরপর তা সম্প্রসারিত হয় বোরো ও অন্যান্য ফসল উৎপাদনের দিকে।এই প্রচেষ্টার ফল মিলেছে। বরিশালের কৃষকেরা করোনা ও জলবায়ুর নানা অভিঘাত মোকাবিলা করে তিন মৌসুম ধরে খাদ্য উৎপাদন বাড়িয়ে চলেছেন।

তিন মৌসুম ধরে বাড়ছে উৎপাদন

আমন, বোরো, আউশ—তিন ফসল মিলিয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভাগে চাল উৎপাদিত হয়েছিল ২৮ লাখ টন। এরপর ২০২০-২১ অর্থবছরে তা আরও বেড়ে হয়েছিল ৩১ লাখ ৬৪ হাজার ৫৬৫ টন। তার ধারাবাহিকতা এই মৌসুমেও অব্যাহত রয়েছে। সদ্য সমাপ্ত ২০২১-২২ অর্থবছরে বিভাগে বোরো উৎপাদিত হয় ৮ লাখ ৮০ হাজার ৮৬৯ টন, আউশ উৎপাদিত হয়েছিল ৫ লাখ ২৩ হাজার ১০৪ টন। এ ছাড়া আমনের চলতি মৌসুমে প্রায় ২০ লাখ টন চাল উৎপাদনের আশা করা হচ্ছে। সে হিসাবে এবার বিভাগে ৩ ফসল মিলিয়ে ৩৪ লাখ ৩ হাজার ৯৭৩ টন চাল উৎপাদিত হবে, যা গত মৌসুমের চেয়ে ২ লাখ ৩৯ হাজার ৪৩৮ টন অতিরিক্ত।

কৃষকেরা জানান, সিত্রাংয়ের প্রভাবে আমনের অনেক বীজতলা ভেসে যায়। রোপণ করা চারা পচে যায়। এতে আমনের আবাদ ও উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে গভীর সংশয় দেখা দিয়েছিল। তবে ফলনে তার প্রভাব তো পড়েনি, বরং এবার বাম্পার ফলন হয়েছে।

বরিশালের উজিরপুর উপজেলার ধামুরা এলাকার কৃষক সিরাজুল ইসলাম এবার সাড়ে তিন একর জমিতে আমন আবাদ করেছিলেন। প্রায় ৬৫ মণ ধান পাওয়ার আশা করছেন তিনি। সিরাজুল ইসলাম বলেন, এবার বাজারে দামও ভালো। জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার আগেই আমন আবাদ হওয়ায় ব্যয় বাড়েনি। তাই লাভ হবে। কিন্তু সামনে বোরো ও আগামী আমন মৌসুমে উৎপাদন ব্যয় অনেক বেড়ে যাবে। এবার প্রতি একর জমি আবাদ করতে প্রায় ছয় হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। সামনে এটা দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম, প্রযুক্তিকে গ্রহণ ও জমির বহুমুখী ব্যবহারের কারণে এই অর্জন বলে মনে করছেন কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ বরিশালের অতিরিক্ত পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মো. হারুন অর রশিদ। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, দেশের দক্ষিণাঞ্চলে খাদ্য উৎপাদন ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার পথ সুগম হচ্ছে। বরিশাল অঞ্চলে আগে বোরো আবাদ ছিল খুবই সীমিত। গত কয়েক বছরে বোরোর আবাদ ব্যাপক বেড়েছে।

অগ্রগতি ধরে রাখতে যা প্রয়োজন

কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি এখন যেমন একটি বড় চ্যালেঞ্জ, তেমনি এই অর্জনকে ধরে রাখা বা টেকসই করা আরও চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পরিচালক হৃদয়েশ্বর দত্ত। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, কয়েক দশকে দেশে কৃষির উন্নয়নের জন্য ভালো বীজ, সার, সেচ ইত্যাদি নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেশে মাটির স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে খুবই কম। টেকসই কৃষির জন্য সেটা খুব বেশি জরুরি।

ফসলি জমির এসব ধরন-চরিত্র বিশ্লেষণ করে সহিষ্ণু জাত নির্ধারণ করে ফসলপঞ্জি তৈরি করার তাগিদ দিয়েছেন বরিশাল আঞ্চলিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার মাটির গুণাগুণ ও বাস্তুতন্ত্রের চরিত্র এক রকমের নয়। উঁচু, নিচু, মাঝারি উঁচু—তিন ধরনের বাস্তুতন্ত্র এ অঞ্চলে বিদ্যমান। এরপর আবার এর চরিত্রে লবণাক্ত, অলবণাক্ত দুটি ধরন আছে। এ জন্য ফসলি জমির এসব ধরন-চরিত্র বিশ্লেষণ করে সহিষ্ণু জাত নির্ধারণ করে ফসলপঞ্জি তৈরি করা প্রয়োজন। কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং একে ধরে রাখতে হলে সরকারের সব কটি বিভাগের সঙ্গে আন্তযোগাযোগ নিশ্চিত করতে হবে।